প্রথম আলো

তারিখ ... 27 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা নিয়ে গবেষণা

প্রাথমিকে ৫৯ এবং মাধ্যমিকে ১৭% শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিকে ৫৯ শতাংশ, নিম্নমাধ্যমিকে ২৪ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। দারিদ্র্য, ভাষাগত সমস্যা, যোগাযোগ-সংকট এবং অভিভাবকদের অসচেতনতাই এর প্রধান কারণ।

গতকাল বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিস্থিতি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বেসরকারি সংগঠন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত, অপেক্ষাকৃত কম প্রত্যন্ত এবং শহর এলাকায় গবেষণা চালিয়ে এসব তথ্য তুলে এনেছে।

প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় সংকট উত্তরণে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন, আদিবাসীদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান, আদিবাসীবান্ধব পাঠ্যপুস্তক তৈরি, আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারি নজরদারি বাড়ানো, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

গবেষণা তথ্য তুলে ধরে মং শানু চৌধুরী বলেন, পার্বত্যাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষকসংকট অনেক বেশি। দূরত্বের কারণে শিক্ষকেরা স্কুল চালানোর জন্য ভাড়ায় শিক্ষক রাখেন। এর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব। শিক্ষানীতিতে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষা প্রসারের কথা বলা হলেও পার্বত্য অঞ্চলে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়নি। গবেষণায় সুপারিশ করা হয়, পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষার সংকট কাটিয়ে উঠতে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আদিবাসীদের নিজ ভাষার ব্যবহার করতে হবে। পাঠ্যসূচিতে আদিবাসীদের ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকতে হবে। পার্বত্যাঞ্চলের জন্য পৃথক শিক্ষাসূচি তৈরি করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে আবাসিক স্কুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন বলেন, যদিও বেশি ঝরে পড়ার হার একেবারেই নেই, তার পরও ৫ থেকে ৬ শতাংশ ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ার হার কমাতে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়, পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন জরুরি।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, সেভ দ্য চিলড্রেনের পরামর্শক এম হাবিবুর রহমান, ইউএনডিপির পরামর্শক এ এইচ এম মহিউদ্দিন আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আইনুন নাহার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক শামীম ইমাম প্রমুখ।